

দৈনিক
বীরভদ্রা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ সোমবার ॥ ০৮ জুন ২০২৬ ॥ ২১ জিলহজ্জ ১৪৪৭ ॥ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৩৬৩ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

স্বল্প দৃষ্টির রোগে ভুগছে বরিশালের ৩০ শতাংশ শিশু

দৈনিক বীর্জনখোলা আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন প্রতিনিধি আবশ্যক

সম্পাদকীয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আসুন

ভারত থেকে অধেধ পন্থায় লোকজনকে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে পঠানো না পুশ ইনের ঘটনায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অব্যাহতভাবে পুশ ইনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) স্থানীয় লোকজনের সহায়তা নিয়ে তা প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বিএসএফ গত বুধবার সকাল থেকে দুঃসম্পত্তিবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার সীমান্তের অন্তত ১০টি পয়েন্ট দিয়ে অবৈধভাবে পুশ ইনের চেষ্টা চালায়। বিজিবির কন্ট্রার অবস্থানের কারণে পুশ ইনের সব কটি অপচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ভারত বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রতিবেশী। বাংলাদেশ বারবারই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষায় অগ্রযী। ভারতে যদি কোনো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী থেকে থাকে, অবশ্যই নাংশাশনে তাদের ফেরত নেবে। সে ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন রয়েছে, যৌথ সীমান্ত ব্যবস্থাপনার নিয়ম-কানুন রয়েছে; সেগুলো মেনে চলতে হবে। উভ্য দেশেতে বিদ্যমান আইন ও দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার চিত্রিত্তে সমসার সমাধান করতে হবে। বাংলাদেশকে কিছু না জানিয়ে সীমান্ত দিয়ে কিছু মানুষকে ঠেলে দেওয়া কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ স্পষ্ট জানিয়েছেন, ‘সরকার অর্ধেধ পুশ ইনের বিরুদ্ধে কন্ট্রার অবস্থান নিয়েছে। বর্ডারে আমাদের বিজিবি অ্যালাট আছে। যদি ভারতের তরফ থেকে দাবি করা হয় যে কোনো বাংলাদেশি কোনো অবৈধভাবে আছে, তবে তাদের পচিচয় নিশ্চিত করার পর যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় কিরিয়ে আনা হবে (রিপাট্রিয়েশন)।’ কিন্তু জোর ভরে ঠেলে দেওয়া আমরা মেনে নেব না।’ বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন ও মানবিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে যেভাবে জোরপূর্বক লোকজনকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তা কোনোভাবেই স্বাভাবিক নয়। ‘স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘সীমান্তের এই সংকট দূর করতে দুই দেশের সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা করতে হবে। প্রতিবেশী হিসেবে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা উভ্য দেশের জন্যই মঙ্গলজনক।’ মানবাধিকারকারী দূর খান জিটাও মনে করেন, সীমান্তে উত্তেজনা কোনো স্থায়ী সমাধান বয়ে আনবে না। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশকে কোনো উসকানিতে পা দেওয়া যাবে না। তবে বিএসএফ যদি নিয়মিতভাবে এভাবে লোক ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বিষয়টি উপাধান করা প্রয়োজন।’ ভারতের মানবাধিকারকর্মীরাও মনে করেন, পুশ ব্যাক বা পুশ ইন প্রক্রিয়ার কোনো আইনি স্বীকৃতি নেই। ভারতও। ভারতের মানবাধিকার সংগঠন ‘মাসুম’-এর প্রধান কিস্বীটা রায় বলেন, ‘কোনো রিদেশি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করলে তাকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে। বিশিষ্ট আইনের ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী মামলা হবে। মামলার যদি সেই বাচ্চি দেখা সন্ধ্যাত হতে, তাহলে তার সাজা হবে। সাজার শেষে আদালতের মাধ্যমেই যে ব্যক্তি যে দেশ থেকে এসেছে, সেখানে ফেরত পাঠানো হবে। অন্য কোনোভাবে নয়।’ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যান্‌লেস্টি ইন্টারন্যাশনালও মনে করে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জোরপূর্বক পুশ ইন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

ধর্ষণের পর শিশুহত্যা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, সরকার সূত্রিম কোর্টের নজরে বিষয়টি আনবে এবং আর্টসিঁ জেনারেল অফিসকে প্রয়োজনীয় পদক্কেপ নিতে বলা হবে। ডেথ রেফারেন্স গুনালির পর যদি মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকে, তাহলে কার্যকর করতে আর কোনো সময়ের বিলম্ব হবে না। রোববার (৭ জুন) দুপুরে পল্লবীতে ধর্ষণের পর শিশুহত্যার রায়ের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যখন কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তখন সেটি ডেথ রেফারেন্স হিসেবে হাইকোর্টে গুনালি করতে হয়। সাধারণত ডেথ রেফারেন্সের গুনালি সিরিয়াল অনুযায়ী হয়-আপেরটা আগে, পরেরটা পরে। তবে ব্যতিক্রম হিসেবেও দুই-একটি ঘটনা ঘটেছে। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আমরাও বিষয়টি সূত্রিম কোর্টের নজরে আনবে এবং আর্টসিঁ জেনারেল অফিসকে বলব, যাতে এই হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স গুনালিটা আইনানুগভাবে কিটুটা এগিয়ে আনা যায়। তিনি আরও বলেন, ‘ডেথ রেফারেন্স গুনালির পর যদি মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকে, তাহলে কার্যকর করতে আর কোনো সময়ের বিলম্ব হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পল্লবীর শিশু হত্যা মামলা দেশের বিচারিক ইতিহাস ও পুলিশের তদন্ত কার্যক্রমে একটি ‘মাইলফলক’ হিসেবে ব্র্বেচিত হতে পারে। তিনি দাবি করেন, চাম্ফল্কার এর মামলায় দ্রুত ডিএনএ পরীক্ষা, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন ও চার্জশিট দাখিলের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই বিচার কার্যক্রমে সহায়তা করা হয়েছে। তিনি বলেন, আদালত র‍াষ্ট্রীয় ও সামাজিক দায়বদ্ধতা ভেগে বঙ্গের ছুটির মধ্যেও কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। র‍াষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষের আইনজীবী, সাক্ষ্য-প্রমাণ, ডিএনএ টেস্ট ও ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিসহ সবকিছু মিলিয়ে মামলাটি প্রমাণে আমরা সক্ষম হয়েছি। আদালত ন্যায্যবিচার করেছে। একই সঙ্গে এই হত্যা মামলাসহ সাম্প্রতিক কয়েকটি আলোচিত মামলার তদন্তে ভূমিকার জন্য পুলিশ সদস্যদের পুরস্কৃত করার ঘোষণাও দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সংসদে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার

সতর্ক করেছেন প্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। সংসদে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে আনুষ্ঠিক বিষয়গুলো ভালোভাবে স্টাডি বা পর্যালোচনা করে নেওয়ার জন্য মন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। রোববার (৭ জুন) সংসদ অধিবেশনে আন্তগঞ্জ সার কারখানায় (ফাটিলাইজার) গ্যাস সরবরাহ নিয়ে সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার এক সম্পূরক প্রশ্নের জেরে প্পিকার এই মন্তব্য করেন। অধিবেশনে ফ্লোর নিয়ে সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা মন্ত্রীর কাছে তার আগের একটি প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ‘মন্ত্রী এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা দিয়েছিলেন যে, পাশা-মে-র মধ্যে আগুগঞ্জ ফাটিলাইজারে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে। এরপরে আরও এক মাস তিন-চার দিন পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো আন্তগঞ্জ ফাটিলাইজারে গ্যাসের সাপ্লাই আমরা পাইনি।’ আন্তগঞ্জ সার কারখানায় কবে নাগাদ গ্যাস পাওয়া যাবে? এমন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন রাখেন এই সংসদ সদস্য। রুমিন ফারহানার প্রশ্নের জবাবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ দেনো গ্যাসের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। বর্তমানে সার কারখানার চেয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে গ্যাস সরবরাহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘কিন্তু বিদ্যুৎ চাহেলে আবার এনার ফাটিলাইজার ফ্যানট্রিতেও গ্যাস চাইছেন। গ্যাসের তো একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্য আমাদের বিদ্যুৎ গ্রামাণ্ডুলো চালিয়ে রাখতে হচ্ছে এবং সেই কারণে তার ওখানে আমরা সংযোগ দিতে পারছি না।’ মন্ত্রী আরও বলেন, ‘গত ১৭ বছরে কোনোদিন ড্রিলিং (খনন) করা হয়নি। আমরা এই প্রথম এসে ড্রিলিং শুরু করেছি এবং আশা করি ইনশাআল্লাহ আমরা গ্যাস পাবো। গ্যাস পাওয়ার পরে আন্তগঞ্জ ফাটিলাইজারের মতো কারখানায় আমরা সংযোগ দিতে পারবো।’ মন্ত্রীর এমন বক্তব্যের পর প্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ মন্ত্রীকে তার দেওয়া অপের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘মন্ত্রী, আপনি কিন্তু সংসদে বলেছিলেন এক তারিখ থেকে গ্যাস যাবে। সেটি বোধ হয় পাওয়া যায়নি।’ ভবিষ্যতে সংসদে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্পিকার বলেন, ‘সংসদ যে ঐতিশ্রুতি দেবেন, সেটা ড্রিলিং বা অন্যান্য যাবতীয় আনুষ্ঠিক বিষয় স্টাডি করে তারপরে সংসদে দেনেন।’

আইনমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে

ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোববার (৭ জুন) জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রী এ ধন্যবাদ জানান। একইসঙ্গে এই নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের দ্রুততম সময়ে খুঁজে বের করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি নৃশংস ও হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দ্রুত তদন্ত পরিচালনা, অপরাধীদের শনাক্তকরণ এবং গ্রেপ্তারের মাধ্যমে সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে। মামলাটির বিচারিক কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এবং দোষী ব্যক্তির দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী উপযুক্ত শাস্তি পাবে। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, তদন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জগৎপের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অগামীতেও একই ধরনের পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠা বজায় রাখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। এদিকে সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রশংসা করেন। সেইসঙ্গে ভবিষ্যতেও অপরাধ দমনে সরকারের ‘জিরো টোলারেঞ্চ’ নীতি অব্যাহত থাকবে বলে তারা প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

বাজেট অধিবেশন চলবে

নিষ্পত্তার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৯ জুলাই এই অধিবেশন সমাপ্ত হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে সংসদ অধিবেশনের সময় ও কার্যদিবস সম্পর্কিত যেকোনো বিষয় পরিবর্তনের ক্ষমতা স্পিকারকে দেওয়া হয়েছে। রোববার (৭ জুন) জাতীয় সংসদের একটি প্রস্তাব কর্তৃক অনুষ্ঠিত ব্রয়োদশ জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির তৃতীয় বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে কমিটির সদস্য, সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং বিরোধীলীলীয় নেতা ডা. ফকির রহমান অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন বিকেল ৩টায় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তবে বাজেট আলোচনার সময় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী ২৭ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত চারদিন প্রতিদিন দু’বেলা করে বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার একটি প্রস্তাব করা হয়েছে। বাজেট আলোচনার জন্য মোট ৪০ ঘণ্টা সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। এই অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর উত্তর দেওয়ার জন্য ৯৯টি এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের জন্য ৩ হাজার ৩৭টি প্রশ্নসহ মোট ৩ হাজার ২৮৮টি প্রশ্ন পাওয়া গেছে। এ ছাড়া বিধি-৭১ অনুযায়ী মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশ পাওয়া গেছে ৯৯টি এবং সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের সংখ্যাও (বিধি-১৩১) ২৯৩টি নোটিশ জমা পড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এবং চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম। বিরোধীদল থেকে অংশ নেন উপনেতা সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম, এ টি এম আজহারুল ইসলাম এবং মুহাম্মদ নওশাদ জমির। এ ছাড়া স্পিকারের বিশেষ আমন্ত্রণে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে সচিবিক সহায়তা করেন সংসদ সচিবালয়ের সচিব ব্যারিস্টার মো. গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া।

বরিশাল মেডিকেল ইন্টার্নদের

কোনো অগ্রপতি না হওয়ায় চিকিৎসকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিষ্টিভিতে তারা ৫ দফা দাবি জানিয়েছেন। দাবির মধ্যে রয়েছে এফসিএসএস পাট-১১ উত্তীর্ণ সেন্সরকারি প্রশিক্ষণার্থীদের পদায়নসংক্রান্ত কমিটির প্রস্তাব বাতিল, রিঅম্‌ইউ ও রিসিপিএস পরীক্ষার ফি কমিয়ে ৫০০ থেকে এক হাজার টাকার মধ্যে নির্ধারণ এবং রিসিএসে চিকিৎসকদের বয়সসীমা ৩৪ বছর করা। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন, ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা এবং ট্রেনিং চিকিৎসকদের নবম গ্রেড সমমানের বেতন নির্ধারণ করতে হবে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেডিকেল কলেজের প্রথম থেকে পঞ্চম বর্ষের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে ক্লাস বর্জন এবং সব পরীক্ষা স্থগিতেরে ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে মিড-লেভেল চিকিৎসকদেরও আলোচনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. একেএম মশিউল মুন্সীর বলেন, হাসপাতালে প্রায় ২২০ জন ইন্টার্ন চিকিৎসক রয়েছে। তাদের আকস্মিক কর্মবিরতির কারণে চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে। অনেক অস্ত্রোপচারও নির্ণায়িত সময়ে করা সম্ভব নাও হতে পারে। তিনি বলেন, বিষয়টি সমাধানে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ভারতে অটিকে থাকা ৯১

অবস্থিত বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রত্যাভাসনে সহায়তা দিয়ে থাকে। এই প্রত্যাভাসন কার্যক্রমটি সম্পন্ন করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাগুলো একযোগে কাজ করেছে।

রামিসা ধর্ষণ ও হত্যা মামলায়

৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। অপরদিকে আসামি স্বপ্লাকে দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। অর্থদণ্ড ভিকটিম রামিসার আইনগত উত্তরাধিকার পারে। ক্ষতিপূরণ না দিলে আসামিদের স্থায়-অস্থায়র সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে ভিকটিম মৃত রামিসার আইনগত উত্তরাধিকারকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এর আগে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে প্রথমে আসামি সোহেলের স্ত্রী স্বপ্না আক্তারকে আদালত আনা হয়। এরপর ৮টা ৫০ মিনিটে কারাগার থেকে প্রিজন্‌ভাণ্যনে করে আনা হয় প্রধান অভিযুক্ত সোহেল রানাকে। এসময় তাদের ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের হাজতখানায় নেওয়া হয়। রায় ঘোষণার আগে দুজনকেই এজলাসে তোলা হয়। বেলা ১১টার পর রায় পড়া শুরু করেন বিচারক। এদিকে রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আদালত প্রাঙ্গণে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে বিভিন্ন গোয়েন্দা আসামি সোহেলের স্ত্রী স্বপ্না আক্তারকে আদালত আনা হয়। গত ১৯ মে সকালে পল্লবীতে আলোচিত এই ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। পরদিন ২০ মে (১৯ মে দিব্যাত রাত) ১১টা ৫৫ মিনিটে ভিকটিমের বাবা বাদি হয়ে পল্লবী থানায় মামলা করেন। মামলায় আসামি সোহেল রানা ও তার স্ত্রী স্বপ্না খাতুনের বিরুদ্ধে ভিকটিমকে ধর্ষণ করে মৃত্যু ঘটানো ও লাশ গুমে সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়। ধরপূর তদন্তে মাঠে নামে পুলিশ। ঘটনার ৪ দিনের মাথায় ২৪ মে তদন্তকারী কর্মকর্তা পল্লবী থানার উপ-পরিদর্শক অহিউজ্জামান চার্জশিট (অভিযোগপত্র) জমা দেন। চার্জশিটে মোট ১৮ জনকে সাক্ষী করা হয়। গত ১ জুন সোহেল ও তার স্ত্রী স্বপ্নার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেওয়া হয়। ২ জুন শুরু হয় সাক্ষ্যগ্রহণ। ওই দিন ১৮ সাক্ষীর মধ্যে ১১ জনের জবানবন্দি ও জোরার মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করেন আদালত। পরে ৩ জুন আত্মকর্ম সমর্থন গুনালিতে নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন আসামিরা। গত ৪ জুন

রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষের মুক্তিভর্ত উপস্থাপন শেষে রায়ের জন্য আজকের দিন ধার্য করেন আদালত। এর মধ্য দিয়ে নৃশংস এ ঘটনার মাত্র ১৯ দিনের মাথায় নজিরবিহীন গতিতে বিচার শেষ পর্যায়ে পৌছাল। মামলার এজহার অনুযায়ী, গত ১৯ মে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঘর থেকে বের হয় পপুলার মডেল হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী রামিসা। এ সময় তাকে কৌশলে নিজেদের বাসায় ডেকে নেন স্বপ্না। ওই দিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রামিসাকে স্কুলে যাওয়ার জন্য খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন তার মা। একপর্যায়ে সোহেলের দরজার সামনে মেয়ের জুতা দেখতে পান তিনি। ডাকাডাকির পর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে রামিসার বাবা-মা এবং অন্যান্য ফ্র্যাটের লোকজন দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে সোহেলের শয়নকক্ষের মেঝেতে রামিসার মস্তকবিহীন মরদেহ এবং একটি বড় বালতির মধ্যে মাথা দেখতে পান। পরে জরুরি সেবা ৯৯৯ এর মাধ্যমে কল পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্বপ্লাকে হেফাজতে নেয় পুলিশ। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার সামনে থেকে সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

হামের উপসর্গ নিয়ে

রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার নিশ্চিত হাম রোগে কারও মৃত্যু হয়নি। তবে হামের উপসর্গ নিয়ে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৯১ জনের প্রাণ গেছে। একই সময়ে সন্দেহভাজন হয়ে প্রাণহানির সংখ্যা ৫২৯ জন। সবমিলিয়ে নিশ্চিত হাম ও সন্দেহভাজন হাম মিলিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২০ জনে। এছাড়া ১৫ মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে ৯ হাজার ৬৬৬ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৯ হাজার ১২। একই সময়ে হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৫৪ হাজার ২৬৩ জন এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছেড়েছে ৬৩ হাজার ৮৪ জন।

বিসিবি সভাপতি নির্বাচিত

ইসলাম বাবু, ইয়াসির আব্বাস, ইসরাফিল খসরু, সাঈদ ইব্রাহিম, শাহিন্যান তানিম, ফাহিম সিন্‌হা, ইয়াসির ফয়সাল, আসিফ রাকানি, ডা. মাহবুব শামীম, সাকেফ আহমেদ সালাম। ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে লড়েছেন মোট ১৬ জন। পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন ১২ জন। হেরে যাওয়া প্রার্থীরা হলেন বোরহানুল পাশ্‌, আমজাদ হোসেন, ফাযলুর রহমান মিত্র এবং ইমরোজ আহমেদ। সর্বোচ্চ ৭৩ ভোট পেয়েছেন তামিম ইকবাল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭২ ভোট পেয়েছেন সাইদ ইব্রাহিম আহমেদ এবং ইশরাফিল খসরু। এরপর মাসুদুজ্জামান ৭০ এবং ফয়সাল ইয়াসির পেয়েছেন ৬৯ ভোট। বিসিবি পরিচালক হলেন বাবা- ক্যাটাগরি-১১ ঢাকা বিভাগ: সাইদ বিন জামান, এস এম আবদুল্লাহ আল ফয়াদ চট্টগ্রাম বিভাগ: মিনহাজুল আলম, মঈন উদ্দিন চৌধুরী খুলনা বিভাগ: শফিকুল আলম, শাহনু ইসলাম রাজশাহী বিভাগ: মীর শাকরুল আলম রংপুর বিভাগ: মির্জা ফয়সাল আমীন সিলেট বিভাগ: আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বরিশাল বিভাগ: মিজানুর রহমান ক্যাটাগরি - ২ তামিম ইকবাল, মাসুদুজ্জামান, ফাহিম সিন্‌হা, আসিফ রকানী, ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক, মির্জা ইয়াসির আব্বাস, ইসরাফিল খসরু, রফিকুল ইসলাম, সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম, শানিয়ান তানিম, সাঈদ ইব্রাহিম আহমেদ, সাকিফ আহমেদ ক্যাটাগরি - ৩ সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর

মায়ের সঙ্গে রাগ করে নিখোঁজ

গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। গৌরদনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তারিক হাসান রাসেল জানান, প্রাথমিকভাবে নিহতের শরীরে কোনো জখমের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

সিগারেট খেতে বাঁধা

তিন কিশোর। আর এই কিশোররা অনুষ্ঠানস্থলে এসে ধূমপান করলে তাড়ুলে সেখানে বসুদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাঁধ দেয় এবং রিয়াদকে চড় মারো। কলাপাড়া থানার ওসি নজরুল ইসলাম বলেন, সিগারেট খাওয়া নিয়েই হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত এবং ১৬৪ ধারায় ৪ কিশোরই জবানবন্দি দিয়েছেন। তিনি বলেন, চড় মারার পরে রিয়াদ ঘটনাস্থল থেকে দূরে চলে যায়। তবে ওই বাড়ির পুকুরপাড়ে তাড়ুল এবং তার বসুদেরকে হাতুড়ি দিয়ে মারপিট করে সজীব, হৃদয় ও রোমান্স। মারপিট চলাকালীন তাড়ুলকে ছুরিকাখাত করে সজীব। যা তাড়ুলের কুঁচকির নিচে ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। পরে হামলাকারী কিশোররা ওখান থেকে পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, মুমূর্ষ অবস্থায় তাড়ুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এই কর্মকর্তা জানান, হামলায় অপরহৃত ছুরি এবং হাতুড়ি আমরা উদ্ধার করেছি। আটকার অপরহৃত স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছে। এদের মধ্যে রিয়াদের সঙ্গে তাড়ুলের ফুটবল খেলা নিয়ে পূর্ব বিরোধ ছিল। মূলত ওইদিনও রিয়াদকে চড় মারা হয়েছিল। তাই রিয়াদের বন্ধুরা পাশ্টা হামলায় অংশ নেয় এবং তাড়ুলকে ছুরিকাখাত করে। তিনি আরও বলেন, ছুরিকাখাতের পর স্থানীয়রা তিনজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। এবং আটকদের তথ্যানুযায়ী বাকি আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বলেন, অভিযুক্তদের আদালতের মাধ্যমে জেলে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম চলমান।

তালতলীতে বজ্রপাতে

পাশের নদীতে আঘাত হানে। বজ্রপাতের আঘাতে বাবা-ছেলে দুজনই গুরুতর আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বজ্রপাতে আহত হওয়ার পর অলী উল্লাহর লোক ও কান দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় লোকমান ফরাজী নিজেই ট্রলার চালিয়ে ছেলেকে নিয়ে তীরে ফিরে আসেন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অলী উল্লাহকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের চাচা বেহুলা ফরাজী বলেন, হঠাৎ বজ্রপাত ট্রলারের পাশে আঘাত হানলে তারা দুজনই গুরুতর আহত হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক অলী উল্লাহকে মৃত ঘোষণা করেন। আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. পপি হালদার বলেন, অলী উল্লাহকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। আহত বাবাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইদুল ইসলাম বলেন, বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর বিষয়টি জানা গেছে। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল থেকে মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যাবেন। তালতলী উপজেলা নির্বাহী (ইউএনও) কর্মকর্তা মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, নিহতের পরিবারকে সরকারি সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সাবেক পৌর মেয়র

হিসেবে গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাকে বরিশালে আদালতে পাঠানো হয়েছে। বানারীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান বলেন, সাবেক পৌর মেয়র গোলাম সালেহ্‌ মঞ্জু মোল্লাকে একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে বরিশাল আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বরিশালে এক মাসে গ্রেফতার নয় শতাধিক

বরিশালজুড়ে ২৫০টি আধুনিক সিটিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এসব ক্যামেরা কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করেন বিএমপি কর্মকর্তা ও নিউ জর্জের মাদক, সন্ত্রাস, অনলাইন জুয়া, সাইবার অপরাধ, চুরি, ডাকাতি

ও চাঁদাবাজিসহ সব ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় রয়েছে মেট্রোপলিটন পুলিশ বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম বলেন, ‘পুলিশ কমিশনারের নির্দেশনায় নগরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করছি। থানা পুলিশের পাশাপাশি ফাঁড়িগুলোতেও কন্ট্রার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।’

স্বল্প দৃষ্টির রোগে ভুগছে

দেখা ও গেম খেলা তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। এতে চোখে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। অভিভাবকরা বলেন, মোবাইল ছাড়া আমাদের ছেলে ভাত খেতে চায় না। তাকে মোবাইল দিতে হয়, তারপর খায়। এখন অভ্যাসটা বদলানোর চেষ্টা করছি। তারা বলেন, শহরে শিশুদের খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠ নেই। যেসব মাঠ আছে, সেখানে যাতায়াতে খরচ হয়। তাই সবসময় শিশুদের বাহিরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শিশু রোগীদের ওপর সম্প্রতি করা একটি পরিসংখ্যানে তথ্যানুযায়ী, দক্ষিণঞ্চলের শতকরা প্রায় ৩০ শতাংশ শিশু-কিশোর মোবাইল আসক্তজনিত কারণে দৃষ্টিশক্তির সমস্যায় ভুগছে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী অধ্যাপক নায় প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শিশুদের মোবাইল আসক্তি শুধু ব্যক্তিগত নয়; সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও প্রভাব ফেলতে পারে। তার মতে, শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত বিনোদন ও খেলাধুলার সুযোগের অভাব এবং পরিবারে প্রয়োজনীয় সময় ও মনোযোগ না পাওয়া এ সমস্যার কারণ। তিনি আরও বলেন, শুধু চিকিৎসা দিয়ে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। পরিবার ও সমাজকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের চিকিৎসকেরা বলছেন, প্রতিদিন হাসপাতালে আসা শিশু রোগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংকের চোখের সমস্যার সঙ্গে অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারের সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে। তারা আরও বলেছেন, শহরালয়ের শিশুদের মধ্যে মায়োগ্রাফির হার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। অনেক শিশুকে অল্প বয়সেই উচ্চমাত্রার চশমা ব্যবহার করতে হচ্ছে। দূরের বস্তু স্পষ্টভাবে দেখতে না পারার এই সমস্যার অন্যতম কারণ দীর্ঘসময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা। অনেক অভিভাবক শিশুকে খাওয়ানো বা শান্ত রাখার জন্য মোবাইল অত্যা হাতে তুলে দেন। এতে শিশুরা যেমন আসক্ত হয়ে পড়ে, তেমন তাদের চোখের সমস্যাও বাড়ে। মায়োগ্রাফি হলে চশমা ছাড়া স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই শিশুদের মোবাইল ব্যবহারে অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে।

৯০ শতাংশ মানসিক রোগীই চিকিৎসার বাইরে

নীর্তনখোলা ডেঞ্চ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস জানিয়েছেন, দেশে মানসিক রোগে আক্রান্ত জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশই চিকিৎসার আওতার বাইরে। জনবলের ভাষায় সংকট এবং পুরোনো শিক্ষাক্রম এর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে। রোববার (৭ জুন) রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইনসিটিতে ‘বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রান্তির নাগরিক অধিকার ও ক্যামোশত সহকার’ শীর্ষক এক জাতীয় পরামর্শ সভায় সভাপতিত্ব বক্তব্যে তিনি এ তথ্য জানান। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ের বিশেষ সচিব(প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) ড. এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার। সম্রান্ত মানসিক ভারসাম্যহীন দৃশ্যাবির মৃত্যু হতেও শিক্ষা নিয়ে নিজেদের করণীয় নির্ধারণে এই সভার আয়োজন করে ‘ইনোভেশন ফর ওয়েলবিং ফাউন্ডেশন’। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, দেশে প্রায় ১৭ কোটি মানুষের জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সংখ্যা মাত্র ৩০৫ জন এবং সাইকোলজিস্টের সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। এই অপর্যাপ্ত জনবল দিয়ে বিপুল সংখ্যক রোগীর সেবা নিশ্চিত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সভায় নীতিনির্ধারণকরা মেডিকেল শিক্ষার্থীকে এবং নার্সিং কারিকুলাম প্রাধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন, যেন সাধারণ চিকিৎসকরাও আধুনিক পর্যায়ে মানসিক রোগের লক্ষণ শনাক্ত করতে পারেন। প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী ড. এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার শুধু চিকিৎসাসেবার ওপর নির্ভর না করে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কারণের সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ‘মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে শুধু চিকিৎসা ব্যবহার ওপর নির্ভর করা যেন না; প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সামাজিক মূল্যবোধ ও পরিবারিক ব্যবস্থানী নমন্যভাবে চেষ্টা সাজাতে হবে। এসব ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিশেষজ্ঞদের করা গেলে মানসিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির টেকসই উন্নতি সম্ভব।’ দেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উঁচু সংখ্যক কথা তুলে ধরে তিনি জানান, বর্তমানে সীমিত সংখ্যক হাসপাতালে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায় এবং দেশে মনোরোগে বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও ততো অপ্রতুল। শিক্ষাব্যবহার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সহকারী বলেন, কুলগুলাতে শিশুদের জন্য আনন্দময় পরিবেশে নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি পুরনায় গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথাও ভাবা হয়েছে। এছাড়া পারিবারিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরিবার ও সমাজকে শক্তিশালী না করা গেলে মানসিক স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলা করা কঠিন হবে। সভায় দেশের শীর্ষস্থানীয় মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অংশ নিয়ে বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা, সংকট ও উত্তরণের উপায়গুলো বিশদভাবে তুলে ধরেন।

তামাকে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি ৮৭ হাজার কোটি টাকা

নীর্তনখোলা ডেঞ্চ

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের হার সবচেয়ে বেশি ৩৫.৩ শতাংশ। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। ১৩০-১৫ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যেও তামাক ব্যবহারের হার উদ্বেগজনক। টোব্যাকো আটলাসের তথ্য অনুযায়ী, তামাকজনিত রোগে দেশে প্রতিবছর প্রায় ২ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু হয়, যা দেশে মোট মৃত্যুর প্রায় ১৮ শতাংশ। ২০২৪ সালে তামাক খাত থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা। বিপরীতে তামাক ব্যবহার ও উৎপাদনের কারণে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮৭ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ, রাজস্ব আয়ের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ ছিগুণেরও বেশি। ‘তরুণদের তামাক ব্যবহার শুরু নিরুৎসাহিত করে তামাকপণ্যের কার্যকর দাম বৃদ্ধি: সন্ধানীর বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৬-২৭ অব্যবহর’ শীর্ষক সংবাদ সমেলনে এসব তথ্য দেওয়া হয়। বৃধবার (২০ মে) জাতীয় প্রেস ক্লাবের তোফাজ

নানাবাড়িতে বেড়াতে এসে নদীতে

প্রবল স্রোতের কারণে মৃৎভেই তলিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। একপর্যায়ে নদীর পাড়ে তার জুতা দেখতে পান তারা। পরে বরিশাল ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ভুবুরিদশ ঘটনাগুলো পৌঁছে সন্ধ্যায় মরদেহ উদ্ধার করে।

স্বরূপকাঠি-বরিশাল রুটের

এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। আশির দশকে নির্মিত এই ব্রিজগুলোর কাঠামোতে বর্তমানে ফাটল ও মরিচা ধরেছে। কোথাও কোথাও গ্রেট চিলে হয়ে যানবাহন চলাচলের সময় বিকট শব্দ ও তীব্র কাঁপুনি সৃষ্টি হয়, যা যাত্রীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। নাট-বন্ট ফয়ে কিংবা খুলে গিয়ে ব্রিজগুলো এখন নড়বড়ে। ৭মাত্র ৫ টন ধারণ ক্ষমতার এই মেয়াদোত্তীর্ণ ও জরাজীর্ণ ব্রিজগুলোর ওপর দিয়ে প্রতিনিয়ত ২০ থেকে ২৫ টনেরও বেশি ভারী মালবাহী ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান চলাচল করছে। স্থানীয় বাসিন্দা হাকিম মোল্লা জানান, ব্রিজে ভারী কোনো পরিবহন উঠলে বিকট শব্দ হয়। এতে ব্রিজের পাশে থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ পথচারীরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আলম হোসেন নামে এক অটোরিকশা চালক বলেন, “অনেক সময় ব্রিজের ফাঁকা জায়গায় ভ্যান বা অটোরিকশার ঢাকা আটকে গিয়ে দুর্ঘটনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই বহেিল ব্রিজগুলো দ্রুত পুনর্নির্মাণ করা জরুরি।” এলাকাবাসীর দাবি, স্বরূপকাঠি, বানারীপাড়া ও বরিশালের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম এই সড়ক। তাই সাময়িক জোড়াভারির মোহমত না করে, ভবিষ্যৎ ঝুঁকি এড়াতে এখানে জরুরি ভিত্তিতে আধুনিক গাড়ীর ব্রিজ নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পিরোজপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ রাসেল বলেন, হেইলি ব্রিজগুলো বেশ পুরনো। ওই রুটের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজগুলো নতুন করে নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন এবং জরিপের কাজ চলমান রয়েছে। তবে স্থায়ী নির্মাণে কতদিন লাগবে তা এখনই সুনির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। আপাতত দুর্ঘটনা এড়াতে শীঘ্রই ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো পরিদর্শন করে মোরামেরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কচা নদীর স্রোতে ভাঙছে

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা এবং লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করে কুমি উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে কচা নদীর তীরে বেড়িবাঁধ তৈরির প্রকল্পটি নেওয়া হয়। চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চংকিং ইন্টারন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। ভাঙারিয়া উপজেলা থেকে বরভদ্রনা পথপর্যাপ্ত পর্যন্ত বেড়িবাঁধের দৈর্ঘ্য ৪৯ কিলোমিটার। প্রকল্পের মধ্যে ১১টি স্ট্রইসেটিংও ছিল। ২০২৩ সালে নির্মাণকাজ শেষ হয়। প্রকল্পের মোয়াদ শেষে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ভাঙারিয়া থেকে বরক্ক অফিস গুটিয়ে নেয়। জুনিয়া গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, শুষ্ক থেকেই প্রকল্পের কাজে সঠিক তদারকি ছিল না। বিশেষ করে স্ট্রইসেটিংের কাছে নদীর পাইলিং সঠিকভাবে নির্মাণ করা হয়নি। এমনকি, জুনিয়া গ্রাম এলাকায় পথাও পরিমাণে জিও ব্যাগ বা সিপি ব্লক কেনেদাননি ঠিকাদারের লোকজন। এ কারণে সম্প্রতি এই গ্রামের পাশে কচা নদীর তীরে ভাঙন তীব্র রূপ নিয়েছে। গ্রামবাসীর দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বরে বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হানে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডর। এতে দেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রাণ হারান তিন হাজারের বেশি মানুষ। এসের মধ্যে ১১৯ জন ছিলেন ভাঙারিয়া উপজেলায়। সিডরে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে এই উপজেলায় জুনিয়া গ্রামেই মারা যান ১০৪ জন। কচা নদীর তীরে বেড়িবাঁধ নির্মাণের কারণে গ্রামবাসীর মধ্যে কিছুটা সন্তি ছিল। বাঁধ নির্মাণের দশবছর ভিতরেদেই জুনিয়া গ্রামে দেওয়াল নতুন আশ্রয়না দেখা দিয়েছে তাদের মনে। জুনিয়া গ্রামের কৃষক রিয়াদুল ইসলাম গত বৃহস্পতিবার পুক্ক কটেই বলেন, প্রকল্পের মোয়াদ শেষ হয়ে গেলে। অথচ শত শত কচা নদীর সঠিক জায়গায় স্থাপন করা হয়নি। নদীর পারেরই ফেলে রাখা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের অভিযোগ, কালের সময় কোনো তদারকি ছিল না। যে কারণে বাঁধের কাজটা একেবারেই টেকসই হয়নি। এখন নদীভাঙনে তারা নিঃশ্ব হওয়ার পথে। একই গ্রামের কৃষক মো. শাহবুদ্দিন তালুকদার বলেন, পানির প্রবল স্রোতে বাঁধের একটি অংশ ইতোমধ্যে কচা নদীতে তলিয়ে গেছে। ঝড় জলোচ্ছ্বাস বা ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে বাঁধ পুরোপুরি ভেঙে লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়বে। এতে বিঘ্নিত হবে এলাকাবাসীর কৃষিকাজ। জুনিয়া গ্রামের মানুষ ভিটেজিন্তি হারানোর আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। এলাকাবাসী বলেন, ভাঙনকবলিত অংশে জরুরি ভিত্তিতে জিও ব্যাগ ও ব্লক ফেলা প্রয়োজন। এখানে ভাঙন হোকানো না গেলে সরকারের হাজার কোটি টাকার প্রকল্পটি পুরোপুরি ভেঙে পাবে। পাউবো পিরোজপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী নুসাইর হোসেন শনিবার বলেন, জুনিয়া গ্রামে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি তারা জানেন। ওই বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প দুই বছর আগে শেষ হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সংস্কারে পাউবোর উর্ধ্বতন দপ্তরে টাকা ব্যয় করা চেয়ে চিঠি দেবেন। বরাদ্দ পেলেই সংস্কারের আশ্বাস দেন তিনি।

ইরানের অর্থ উপসাগরীয়

কুয়েত ও বাহরাইনের ওপর একাধিক হামলা চালানোর পর এই নতুন কর্মের জ্ঞান উৎফুল্পন করার ধারাবাহিকতায় মধ্যেই এই সিদ্ধান্তের কথা সামনে আসে। সূত্র জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট একটি দলকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে ইরানের হামলায় গালফ মিসরের ইতোমধ্যে হওয়া ক্ষতির আর্থিক মূল্যায়ন করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষেত্রেও ইরানি সম্পদ ব্যবহার করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। এই তথ্য এখন সময় প্রকাশিত হলে, যখন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনির উপদেষ্টা মোহসেন রেজাই সিনামনকে জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তিন মাসের যুদ্ধ শেষ করলে শাস্তিভঞ্ির অন্যতম শর্ত হলো যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম থাকা ২৪ বিলিয়ন ডলারের ইরানি সম্পদ মুক্ত করা। শনিবার সন্ধ্যাটো জানায়, ট্রেজারি কোন ধরনের সম্পদ নিয়ে কাজ করতে তা স্পষ্ট নয়। তবে নতুন পদক্ষেপের ভাষা দেশের পাশে যাচ্ছে, এই শুভ জন্মকৃত সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে। এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির ওপর নতুন চাপ তৈরি করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ আবারও বেড়েছে। শান্তি আলোচনা কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যকারী পাকিস্তানের প্রেজনন মন্ত্রী শনিবার তেহরান সফর করেন এবং ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনির কাছে চিঠি পাঠিয়ে দেন। এতে আগে শনিবার ভােরে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী ইরানের উপকূলীয় রাজার স্থানায় হামলা চালায়। এর মধ্যে গোলক ও কেশম ধীরেপ ধীরেবন্ধ ছিল, যা হরমুজ প্রণালির তেতরে অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানায়, তারা ইরান থেকে উৎক্ষিপিত একাধিক জ্ঞান ভূগুপতি করেছে, যেগুলো সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছিল। পরে আরও দুটি ইরানি আক্রমণাত্মক জ্ঞানও গুলি করে ভূগুপতিত করা হয়। জবাবে ইরানের বিপ্লবী গার্ড দাবি করে, তারা কুয়েত ও বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালিয়েছে। কুয়েতের সেনাবাহিনী জানায়, তারা পাল্টা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাশ্ব প্রতিহত করেছে, যেগুলো আবাসিক এলাকার ওপর দিয়ে উড়ছিল। এতে কোনো গ্রাণহানি না হলেও অবকাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে। বাহরাইনে হামলার পর সাইরেন বেজে ওঠে এবং জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়। কুয়েত ও বাহরাইনে উভয় দেশে এই হামলার নিশা জ্ঞানায়। পরে ইরান জানায়, তারা কুয়েত ও বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাশ্ব হামলা চালিয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী দাবি করে, ছয়টি ক্ষেপণাশ্ব প্রতিহত করা হয়েছে এবং সংঘটিত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেনি। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান বর্তমানে দ্রুত পরোক্ষ আলোচনার মাধ্যমে একটি অন্তর্বর্তী শাস্তিভুক্তির চুক্তি চাচ্ছে, যার লক্ষ্য তিন মাসের যুদ্ধ থামানো। এই চুক্তিতে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিসহ জটিল বিষয়গুলো পরবর্তী আলোচনার জন্য রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এখনো কোনো চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি এবং দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ মাঝে মাঝে অব্যাহত রয়েছে। ইরান বলছে, তারা তাদের বিলিয়ন ডলারের তেল রাজস্বকে প্রবেশাধিকার, তেল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল, যুক্তরাষ্ট্রের দশদশ অরোপ প্রত্যাহার এবং হরমুজ প্রণালির ওপর প্রবল চাপ চায়। যুদ্ধ শুরু়র আগে বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল এই প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হতো, যা এখন কার্যত ইরানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায়, পাকিস্তানের স্বরষ্ট্রমন্ত্রী মোহসেন নাকভি শনিবার তেহরানে পৌঁছান এবং ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকানিও কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। নাকভি জানান, তিনি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ‘বিশেষ একটি চিঠি’ ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনিের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন।

ইরান যুদ্ধের ১০০তম দিন

মির বাহরাইন ও কুয়েতের দিকে ক্ষেপণাশ্ব নিক্ষেপ করেছে বলে বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক নৌ চলাচলের জন্য হুমকি হয়ে ওঠা দুটি ইরানি জ্ঞান হরমুজ প্রণালির আকাশে ভূগুপতিত করা হয়েছে। এ ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তেহরান। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপকে ‘স্পষ্ট আত্মসন’ আখ্যা দিয়ে ওয়াশিংটনের আচরণকে ‘উসকানিমূলক’ বলে উল্লেখ করেছে। সংঘাত নিরসনে নতুন কূটনৈতিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে পাকিস্তানের স্বরষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি শনিবার তেহরানে পৌঁছেছেন। তিনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মুজতবা খামেনির কাছে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের পক্ষ থেকে পাঠানো একটি ‘বিশেষ চিঠি’ বহন করছেন বলে ইরানি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে কোনো সমঝোতা চুক্তি হলেও দেশটির জন্মকৃত সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে মুক্ত করা হবে না। অন্যদিকে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের জন্ সম্পদের একটি অংশ উপসাগরীয় দেশগুলোর পুনর্গঠন ও ক্ষতিপূরণে ব্যবহারের সম্ভাবনা বিবেচনা করছে। এর আগে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা মোহসেন রেজাই দাবি করেছিলেন, যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে কমপক্ষে ২৪ বিলিয়ন ডলারের জন্মকৃত ইরানি সম্পদ মুক্ত করতে হবে। এদিকে সেনামেনেও উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। দেশটির সেনাবাহিনী জানিয়েছে, দক্ষিণ বোবানে একটি সামরিক যানবাহনে ইসরায়েলি হামলায় দুই সেনা কর্মকর্তা ও একজন সেনাসদস্য নিহত হয়েছে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, শনিবার সাফাফিকিয়ে শহরে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত দুজন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, দক্ষিণ লেবাননে জ্ঞান হামলায় তাদের রক্তজন রিজার্ভ সেনা আহত হয়েছে। জবাবে হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, তারা নাকৌরা এলাকায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একটি কমান্ড সরদরদপ্তরে ‘আবাবিল’ জ্ঞান দিয়ে হামলা চালিয়েছে। জর্ডানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লেবাননে ইসরায়েলি হামলার নিশা জানিয়ে এটিকে দেশটির সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাও ওপর ‘স্পষ্ট লজ্জা’ বলে মন্তব্য করেছে। গাজাতেও হামলা অব্যাহত রয়েছে। শনিবার ইসরায়েলি হামলায় সেখানে আরও ১০ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে গাজা সিটিতে জ্ঞান হামলায় প্রাণ হারানো এক ব্যক্তি ও তার ছেলেও রয়েছেন। বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকলেও একের পর এক হামলা ও পাল্টা হামলার ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে বৃহত্তর সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়ছে।

বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি

এলাকায় পৌছালে বিপরীতী দিক থেকে আসা সাফ্রা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে যথোমুখি সংঘর্ষ হয়। প্রথমেই তীব্রতায ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুটোবে যায় এবং এতে থাকা মায়ান যাত্রী গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন দ্রুত উদ্ধার অভিযান চালিয়ে আহতদের কল্যাণাভূ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। বেলনে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আটজনের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (মোবচিট) পাঠান। পরে রাত ১১টার দিকে গুরুতর আহত হারুন গাজিকে বরিশালে একটি বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নোভা ডায়ালনস্টিক সেন্টারে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে কিছু সময় যান চলাচল বিঘ্ন সৃষ্টিও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। কল্যাণাড়া থানার ভাড়াপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (এসি) নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বরিশালে পাঠানো হয়েছে। পরে তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। যাতক বাসটি আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা অংশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রিন কুয়াকাটায

সংরক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুই বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ও ঈভঅথর এঘনুদধ-এর উদ্যোগে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে অনুষ্ঠিত হয় ‘গ্রাস্টিকমুজ কুয়াকাটা ২০২৬’ শীর্ষক পরিচ্ছন্নতা অভিযান। দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী এ কর্মসূচিতে অংশ নেন। সমালোচকদের অভিযোগ, ‘গ্রাস্টিকমুজ কুয়াকাটা’ স্লোগানে আয়োজন করা হলেও কর্মসূচিতে ব্যবহৃত ব্যানার, ফেস্টুন, পানির বোতল ও অন্যান্য উপকরণে গ্রাস্টিকের ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেছে। একই সঙ্গে কুয়াকাটার নামে আয়োজিত কর্মসূচিতে কুয়াকাটার নিজস্ব ব্র্যান্ডিং অপরূপভাবে থাককে অনেকে অবহেলা কিংবা পরিকল্পনার ত্রুটি হিসেবে দেখছেন। কুয়াকাটা ট্যুর গাইড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কেএম বাবু বলেন, কুয়াকাটা দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন সঙ্কর্য। এখানে পরিবেশবৈয়ক কর্মসূচি আয়োজন অবশ্যই প্রংশসনীয়। তবে প্রোগ্রামে তারা মুখে গ্রাস্টিকমুজ বলেও তাদের প্রোগ্রামে ছিল গ্রাস্টিকের পানির বোতলসহ অন্যান্য গ্রাস্টিক সামগ্রী। কুয়াকাটার পরিচিতি ভুলে ধরার পরিবর্তে কল্পবাজারের প্রতীক ব্যবহার করা দুঃখজনক। ভবিষ্যতে আয়োজকদের এ বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়া উচিত। কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইব্রাহিম ওয়াহিদ বলেন, পরিশেষে রক্ষায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান অবশ্যই ইকিব্যাক উদ্যোগ। তবে ‘গ্রাস্টিকমুজ কুয়াকাটা’ নামে আয়োজিত কর্মসূচিতে কুয়াকাটার নিজস্ব কোনো প্রতীক বা পরিচিতি না রেখে কল্পবাজারের সাম্পানের ছবি ব্যবহার করায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। কুয়াকাটার নিম্নয় ইতিমাস, সংস্কৃতি ও পর্যটন পরিচিতিতে সামনে রেখেই এ ধরনের কর্মসূি আয়োজন করা উচিত ছিল। এতে একদিকে যেমন পরিশেষ সচেতনতা বাড়ত, অন্যদিকে কুয়াকাটার ব্র্যান্ডিং আরও শক্তিশালী হতো। কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল ওনার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও হোটেল সমুদ্র বিলাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. ইসমাইল ইমেন বলেন, কুয়াকাটাকে ব্র্যান্ডিং করার সুযোগ ছিল এই আয়োজনে। কিন্তু প্রচারসামগ্রীতে কুয়াকাটার কোনো পরিচয় না রেখে অন্য এলাকার প্রতীক ব্যবহার করায় পর্যটনসংশ্লিষ্টা হতাশ হয়েছেন। বিষয়টি আয়োজকদের নজরে আনা প্রয়োজন। অভিযোগের বিষয়ে সুইচ বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মুহম্মদ আহসান ফয়সাল বলেন, ‘আমরা মূলত কুয়াকাটার পরিচিত প্রতীক লাল কীকড়া এবং স্থানীয় ফিলিং স্ট্রোরবোর্ডকে ব্র্যান্ডিংয়ের অওতায় আনতে ছবিটি ব্যবহার করছি। এর পেছনে আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। সাম্প্রতিক রাষ্ট্রপাতের কারণে আমরা পলিথিন ও গ্রাস্টিকের কিছু উপকরণ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। বিষয়টি পরিশেষতভাবে কটাতা সংবেদনশীল, সে বিষয়ে আগে থেকে যথাযথভাবে অবগত করা হলে এই অনিচ্ছাজনক ভুলটি হতো না। ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকব।’ এ বিষয়ে কল্যাণাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কটাহার হামিদ বলেন, এই প্রোগ্রামটি সরকারি হলে আমাদের শতভাগ নজরপারি থাকতো। এটি বেসরকারি প্রোগ্রাম হওয়ায় তাদের কাজ সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম না। আয়োজকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে কর্মসূচিগুলোতে কুয়াকাটার নিজস্ব পরিচয় আরও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়।

ভাঙারিয়ায় মাদক সেবনের

হাওলাদারকে হাফোতে আটক করা হয়। পরে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ভাঙারিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এগ্রিকিউচার ডায়ালেক্টেট জনাব উজ্জ্বল হাদলার। তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আটককৃত বৃহৎকৈ ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং নগণ ৫০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ের আরও মো্যাদের সাজার আদেশ দেন। ভাঙারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান জানান, দণ্ডপ্রাপ্ত মাসুম হাওলাদারকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। এলাকায় মাদকের বিস্তার রোধে আমাদের এই কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে।

পটুয়াখালীর পৃথক স্থানে

ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে। পটুয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) কিশোর রায় জানান,খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছেন।মমানাতপুরের জন্য মরদেহ উদ্ধার করে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এই ঘটনায় এটিএ পমপুড়া (ইউডি) মালীনা প্রক্সিমারী চালিয়ে। এ ছাড়া জেলার কল্যাণাড়া উপজেলায় নদীর তর থেকে ভ্রদ শিকদার (৩৭) নামে এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করছেন নৌ-পুলিশ। রোববার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলার ধামখালী ইউপিার লোনা গ্রামের টিয়াখালী নদী লাগোয়া অমিনুলের ইটভাটা সংলগ্ন চর থেকে

মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মৃত ভ্রদ শিকদার ওই ইউপি’র লোনা গ্রামের ইউসুক আলী শিকদারের ছেলে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ জানায়, ভ্রদ শিকদার পেশায় একজন জেলে এবং তিনি অধিকাংশ সময়ই নদীর চরে থাকতেন। দুদিন আগেও বাড়ীে বৃষ্টির মধ্যে মাছ শিকার করেছেন। তবে খুবই সাহসী স্বভাবের, এই জেলে বাড়িতে থাকতেন না বলে জানান স্থানীয়রা। পায়রা বন্দর নৌ-পুলিশের ইনচার্জ নয়ন কারকুন বলেন, তার শরীরের কিছু যায়গায় ফোসকা দাগ দেখা গেছে। আমরা সুরতহাল শেষে মরদেহ উদ্ধার করে পটুয়াখালী মর্গে প্রেরণের প্রক্রিয়া করছি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

জলাবদ্ধতা ও মশার যন্ত্রণায় ভোগান্তিতে

পৌর কর্তৃপক্ষ। ফলে বছরের পর বছর ধরে এসব স্থানে পচা পানি ও এলাকা জমে পরিবেশের অবনতি ঘটেছে। রোববার (৭ জুন) পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের চারপাশের লেক, এমইউ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনের লেক, সবুজবাগ লেক, চাওড়া লেক, খোঁশাকাটা লেক, বকুলনেছা মহিলা কলেজের লেক এবং আমতলী সরকারি কলেজের লেকসহ বিভিন্ন স্থানের ডোবা-নালায় ময়লা-আবর্জনা জমে আছে। অনেক জায়গায় ডোবার পানি পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং আশপাশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। মিঠাবাজার এলাকার বাসিন্দা সিদ্দিক মিয়া বলেন, ডোবা-নালা ময়লায় ভরে গেলেও পৌরসভা কর্তৃপক্ষ তা অপসারণে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। এসব স্থানে বড় বড় মশা জন্ম নিচ্ছে। মশার ভাড়াণায় ঘরে থাকা দায় হয়ে পড়ছে। সবুজবাগ এলাকার বাসিন্দা গোপাল মাণি বলেন, ডোবার পানি পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। মশা ও মছি উদ্ভব বাড়ায় পরিবেশও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একই এলাকার বাসিন্দা অসীম মুখা বলেন, ময়লায় প্রচুর মশা জন্ম নিচ্ছে। রাতে এসব মশা বাসা-বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। এতে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ছে। খোঁশাকাটা এলাকার বাসিন্দা ইউসুফ আলী বলেন, মশার যন্ত্রণায় ঘরে টেকা মুশকিল হয়ে গেছে। কিন্তু মশা নিধনে পৌরসভা কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। দ্রুত এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমতলী পৌরসভার প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোরফিজুল ইসলাম বলেন, পরিত্যক্ত ডোবা-নালাগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মশা নিধনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক মুহাম্মদ জাফর আরিক চৌধুরী বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে পৌর শহরের ডোবা-নালা পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙনে হুমকির

কাটাখালী, গোলখালী ও সৈয়দজাফর, রণগোপালদী ইউনিয়নের পূর্ব আউলিয়াপুর, আউলিয়াপুর, চরফুনি ও পাতারচর, পূর্ব রণগোপালদী এবং চরবোরহান ইউনিয়নের দক্ষিণ চরবোরহান গ্রামের নদীতীরবর্তী মানুষ ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে। এদিকে উপজেলায় মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ইউনিয়নগুলোতে বেড়িবাঁধ থাকলেও মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন চরবোরহান ইউয়নের চতুর্দিকে নদী থাকার পরও বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস টেকাতে নেই কোনো। বেড়িবাঁধ। ফলে পানির সঙ্গে যুদ্ধ করে চলে ওই ইউনিয়নের গণমানুষের জীবন-জীবিকা। জানা যায়, বছরের আষাঢ়-শ্রাব্দ দুই মাস বর্ষাকাল হলেও মূলত আধীন পর্যন্ত টানা চার মাস বর্ষার দাপট চলে। অপর দিকে চৈত্র-বৈশাখ থেকে বাড়তে থাকে পানির চাপ। এই সময়ে নদীর ভাঙনে বিলীন হয় মানুষের ভিটেমাটি আর শেষ সম্বল। তাই এই সময়ে সব হারানোর শঙ্কায় দিন কাটে নদীতীরের মানুষের। ভাঙনের শিকার দশমিনা সদরের হাজীরহাট লম্বাঘাট এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্ষা মৌসুম এলেই পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ভাঙন প্রতিবেদন প্রকল্প তৈরি আর তড়িঘড়ি জিও ব্যাগ ফেলার কাজ শুরু করে। তাৎক্ষণিক ফেলা এসব জিও ব্যাগ ভাঙনের তীব্রতার সামনে অপ্রতুল বলে মনে করেন তারা। তাদের মতে, এতে সরকারের কোনো ভোটি টাকা জলে যায়, টেকসইভাবে কাজে আসে না ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের। ওই এলাকার বাসিন্দা ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান বলেন, ‘বাপ-দাদার অনেক কৃষিজমি তেঁতুলিয়ার গর্ভে বিলীন হয়েছে। হাজীরহাট বাজারটির অধিকাংশই নদীগর্ভে চলে গেছে। স্থানীয় মুসল্লিদের আরোপ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বায়তুল ফজল জামে মসজিদের সামনের অংশের বারাদা ইতিমধ্যে বিলীন হয়েছে তেঁতুলিয়ায়। দশমিনার সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফখরজ্জামান বাদল বলেন, ‘পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) শুষ্ক মৌসুমে ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা না করে বর্ষা মৌসুমে জিও ব্যাগ ফেলে, যা রাষ্ট্রীয় অপর্যায়ন। শুষ্ক মৌসুমে রক্ত দিয়ে টেকসই বাঁধের ব্যবস্থা করলে বর্ষা মৌসুমে আমরা নদীভাঙন থেকে রক্ষা পেতাম।’ হাজীরহাট লম্বঘাট বায়তুল ফজল জামে মসজিদের ইমাম মো. ওবায়দুল্লাহ বলেন, ‘বলার মতো ভাষা নেই। করেক চলে পাগে পানি উন্নয়ন বোর্ড মসজিদের রক্ষায় ২৯ লাখ ৯৮ হাজার টাকার একটি বাজেট দিয়েছে। ওই বাজেটে অপরিকল্পিতভাবে কাজ করার ফলে মসজিদের বারাদা ইতিমধ্যে নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে। করেক দিন আগে পানির উচ্চতা কাজ ছিল। ওই সময়ে দুই দিন কাজ বন্ধ ছিল। সেই সময়ে কাজ চলমান থাকলে হয়তো মসজিদের বারাদা বিলীন হতো না। তা ছাড়া মসজিদের ভেতরের ও বড় বড় ফাটল ধরেছে।’ বেড়িবাঁধের লম্বঘাট এলাকায় বসবাসকারী কবিব বলেন, ‘সবকিছুই তো নদীতে জেতেয়ের চলে গেছে। এখন কোনোমতের একটি ছাপড়া করে নদীতীরে বসবাস করছি। জানি না এবার বর্ষায় এটা চিকিয়ে রাখতে পারব কি না।’ উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়নের ঢচনটিয়া গ্রামের বাসিন্দা মোশাররেফ হোসেন রাড়ি বলেন, ‘নদীভাঙন নিত্যদিনের ঘটনা। গত ১০ বছরে তিনবার বসন্তভীটার স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। তারপরও নদী আমাদের পিছু ছাড়ছে না। আবার ভাঙনের করলে পড়লে কোথায় যাব জানি না।’ শুধু কবিব কিংবা মোশাররেফ নয়, এমন শ্রমায় উপজেলার নদীতীরবর্তী ওই চার ইউনিয়নের অন্তত দুই সহস্রাধিক পরিবার। ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের দাবি, কর্তৃপক্ষ ভাঙন রাখে উদ্যোগ নিলেও তা কাজে আসে না। এখন স্থায়ী সমাধান দরকার। টেকসই বেড়িবাঁধ ও স্থায়ী ব্লক ছাড়া তেঁতুলিয়ার ভাঙন রোধ সম্ভব নয়। পাউবো পটুয়াখালী জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, হাজীরহাট এলাকায় মসজিদ ও মসজিদের পাশেই বেড়িবাঁধ রক্ষার্থে ৬০ লাখ টাকার বরাদ্দে জিও ব্যাগ ফেলার কাজ চলমান রয়েছে। পটুয়াখালী জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাকিব বলেন, ‘পটুয়াখালীতে নদীর অভাব নাই। নদীর দুই তীর ব্যাপক ভাঙে। আসলে সব জায়গায় কাজ করার মতো সক্ষমতা এখনো আমাদের নাই। যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেমন মসজিদ, বেড়িবাঁধ, স্কুলভূওগুলোতে আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। বাকি ভাঙনকবলিত এলাকাগুলো আমি অলরেডি ভিজিট করছি। ওগুলোতেও ব্যবস্থা নেব। এ ছাড়া আমাদের একটা প্রকল্পের জন্য নদীর সমীক্ষা চলমান আছে। ওই সমীক্ষা প্রতিবেদনের পরে আমরা একটা বড় প্রকল্প দেব। আপাতত বর্ষার সময় কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বা বেড়িবাঁধ যাতে না ভাঙে, সে জন্য আমরা তৎপর রয়েছি।’ উপজেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন চরবোরহান ইউনিয়নের বিষয়ে রাকিব বলেন, ‘নতুন বেড়িবাঁধ করতে গেলে নতুন প্রজেক্ট লাগবে, নতুন সমীক্ষা লাগবে। আমাদের যে সমীক্ষা চলমান রয়েছে, সেটিতে চরবোরহান রাখছি। সমীক্ষা করে থার্ড পার্ট। তারা যে সুপারিশ দেবে, সে অনুযায়ী আমরা কাজ করব।’ প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নূরুল হক বলেন,



নগরীর গির্জা মহত্মা এলাকায় জামাল টেলি স্টোরের ২য় শাখার উদ্বোধন করেন অতিথিবৃন্দ-কীর্তনখোলা

‘নদীভাঙনকবলিত এলাকার কাজ শুষ্ক মৌসুমে করতে হয়। বর্ষা মৌসুমে এই কাজের বরাদ্দ পাওয়া যায় না। আমি পানিসম্পদমন্ত্রীকে দশমিনা, চরবোরহান ও গলাচিপা উপজেলার কয়েকটি ভাঙনকবলিত এলাকার কথা বলেছি। তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণেরে আশ্বাস দিয়েছেন।’

বিশ্ববাজারে কমলো

তথ্য অনুযায়ী, বেইজিংয়ের স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অপরিশোধিত ব্রেক্ট তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১ দশমিক ৯৪ ডলার কমে ৯৩ দশমিক ০৯ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এতে করে তেলের দাম ২ দশমিক ০৪ শতাংশ কমেছে। এছাড়া মুরান অপরিশোধিত তেলের দাম ২ দশমিক ৮২ ডলার কমে ৯০ দশমিক ৬৮ ডলারে দাঁড়িয়েছে। শতাংশের হিসাবে এই তেলের দাম ৩ দশমিক ০২ ভাগ কমেছে। অন্যান্য বৈশ্বমার্কেও তেলের দরপতন ঘটেছে। এরমধ্যে ডব্লিউডিআই মিড্যালান্তের দাম ২ দশমিক ৬৯ শতাংশ কমে কমে ৯১ দশমিক ১৭ ডলারে, মার্স অপরিশোধিত তেলের দাম ১ দশমিক ৭৬ শতাংশ কমে ১১২ দশমিক ২১ ডলারে এবং ওয়েস্টার্ন কানাকিড্যান সিলেক্টের দাম ও দশমিক ৫৬ শতাংশ কমে ৮০ দশমিক ৬৯ ডলারে নেমেছে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও হিটিং অয়েলের দামও কমেছে। যদিও ডিজেলের দামে ০ দশমিক ২৫ বেড়েছে। চলতি বছরের মার্কিন-ইরান সংঘাতের পর থেকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বৈশ্বিক জ্বালানি পরিবহনের অন্যতম জলপথ হরমুজ প্রণালি। বিশ্বে সমুদ্রপথে পরিবাহিত তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাতায়াত করে। গত ফেব্রুয়ারির শেষে শুরু হওয়া যুদ্ধের পর থেকে এই নৌপথে তেল পরিবহন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এতে বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহে ভয়াবহ প্রভাব পড়েছে।

সোনার দাম ভরিতে

এছাড়া এখন ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার ৫ হাজার ২৪৯ টাকা কমিয়ে ২ লাখ ১৮ হাজার ৯৩৩ টাকা দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার ৫ হাজার ৪৯০ টাকা কমিয়ে নতুন দাম ধরা হয়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৪৪ টাকা। আর সন্ধান পঙ্কতির প্রতি ভরি সোনার ৩ হাজার ৬১৬ টাকা কমিয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। ১২ ক্যারেটের এক ভরি রপার দাম ৪০৮ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ হাজার ২৪৪ টাকা। এছাড়া ২১ ক্যারেটের এক ভরি রপার দাম ৪০৮ টাকা কমিয়ে ৪ হাজার ৯৫৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি রপার দাম ৩৫০ টাকা কমিয়ে ৪ হাজার ২৫৭ টাকা এবং সনাতন পঙ্কতির এক ভরি রপার দাম ২৩৩ টাকা কমিয়ে ৩ হাজার ৪৪১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তার আগে গত ২ জুন সকাল ১০টা থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার ৩ হাজার ২৬৬ টাকা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয় ২ লাখ ৩৪ হাজার ৮৫৫ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার ৩ হাজার ১৪৯ টাকা কমিয়ে ২ লাখ ২৪ হাজার ১৮২ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার ২ হাজার ৬৭৩ টাকা কমিয়ে নতুন দাম ১ লাখ ৯২ হাজার ১৬৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর সনাতন পঙ্কতির প্রতি ভরি সোনার ২ হাজার ২১৬ টাকা কমিয়ে দাম নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৫৫ হাজার ৪৭৩ টাকা। শনিবার সকাল ৯টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত এই দামেই সোনা বিক্রি হয়েছে।

আ

